

কেআরসি টাইমস

স্টে এনরিচড



VOL. 1 বর্ষ ১ ◆ শিলচর, শনিবার, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি ◆ ১৪ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ ◆ www.krctimes/bangla

ISSUE-19 31th October 2026 ◆ Saturday ◆ KRC TIMES Membership E-Copy East and NE India Edition ◆ Email : krctimes@gmail.com

আজকের সব তাজা ও গুরুত্বপূর্ণ খবর পেতে প্রতিদিন সন্ধ্যায় পড়ুন আমাদের ই-পেপার।
সাবস্ক্রিপশনের জন্য যোগাযোগ করুন : ৮৭২১৮৩৮৩১৩



ক্যানসার চিকিৎসায় বড় পদক্ষেপ হিমন্তর, জিএমসিএইচে ৬০০ কোটির প্রকল্প

তিন বছরের মধ্যে প্রোটন বিম থেরাপি চালুর লক্ষ্য

গুয়াহাটি : আগামী তিন বছরের মধ্যে গুয়াহাটি মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে (জিএমসিএইচ) প্রোটন বিম থেরাপি চালুর লক্ষ্যমাত্রা নিয়েছে অসম সরকার। প্রায় ৬০০ কোটি টাকা মূল্যের এই অত্যাধুনিক চিকিৎসা যন্ত্র সংগ্রহের জন্য বেলজিয়ামের সংস্থা আইবিএ-র সঙ্গে সমঝোতাপত্র স্বাক্ষরিত হয়েছে বলে জানালেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। তাঁর দাবি, সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবায় দেশে এই ধরনের উদ্যোগ প্রথম হতে চলেছে। এর ফলে উত্তর-পূর্বের ক্যানসার রোগীরা নিজ রাজ্যেই উন্নত চিকিৎসার সুযোগ পাবেন।

শনিবার মুখ্যমন্ত্রী জানান, প্রোটন বিম থেরাপি ক্যানসারের বিকিরণভিত্তিক চিকিৎসার অন্যতম উন্নত পদ্ধতি। প্রচলিত চিকিৎসায় এক্স-রে বিকিরণ ব্যবহার করা হলেও এই পদ্ধতিতে প্রোটন কণার



সাহায্যে সরাসরি টিউমারকে লক্ষ্য করা হয়। ফলে আশপাশের সুস্থ কলা ও অঙ্গের ক্ষতি তুলনামূলকভাবে কমানো সম্ভব। বিশেষত গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গের কাছাকাছি থাকা নির্দিষ্ট ধরনের ক্যানসারের চিকিৎসায় এই প্রযুক্তি কার্যকর হতে পারে।

হিমন্তের বক্তব্য, উন্নত চিকিৎসার পাশাপাশি পরিষেবার খরচ সাধারণ মানুষের নাগালের মধ্যে রাখাই সরকারের লক্ষ্য। চুক্তি অনুযায়ী, পরিকাঠামো গড়তে রাজ্য সরকারের প্রাথমিক মূলধনি ব্যয় খুব কম হবে। সেই কারণে রোগীদের তুলনামূলক সাশ্রয়ী মূল্যে চিকিৎসা দেওয়ার সুযোগ তৈরি হবে বলে আশা প্রকাশ করেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রী আরও জানান, প্রধানমন্ত্রী জন আরোগ্য যোজনার আওতায় পাঁচ লক্ষ টাকা পর্যন্ত স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা ক্যানসার রোগীরাও পাচ্ছেন। বর্তমানে ভুটান, বাংলাদেশ, উত্তরবঙ্গ এবং উত্তর-পূর্বের বিভিন্ন রাজ্য থেকে রোগীরা চিকিৎসার জন্য অসমে আসেন। প্রোটন বিম থেরাপি চালু হলে তাঁদের উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য রাজ্য বা বিদেশে যাওয়ার প্রয়োজন কমবে।

২৭ নভেম্বর ত্রিপুরায় পুরভোট, গণনা ২ ডিসেম্বর

আগরতলা : ত্রিপুরার ২১টি নগর স্থানীয় সংস্থার ৩৪৫টি আসনে আগামী ২৭ নভেম্বর ভোটগ্রহণ হবে। গণনা ২ ডিসেম্বর। ৩০ অক্টোবর নির্বাচনের নির্ঘণ্ট ঘোষণা করেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনার পি কে চক্রবর্তী। মোট ৬ লক্ষ ২৯ হাজার ৯০৩ জন ভোটার ভোট দেবেন। তাঁদের মধ্যে মহিলা ৩ লক্ষ ২১ হাজার ৭৪৩ জন। মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ১৬২টি আসন। তফসিলি জনজাতির জন্য ৯টি এবং তফসিলি জাতির জন্য ৮০টি আসন সংরক্ষিত। মনোনয়ন জমার শেষ দিন ৬ নভেম্বর, পরীক্ষা ৭ নভেম্বর এবং প্রত্যাহারের শেষ দিন ১০ নভেম্বর। সকাল ৭টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোট চলবে। নির্বাচন পরিচালনায় ৭৮৩টি কেন্দ্র নির্ধারণ করেছে কমিশন। নিরাপত্তার ব্যবস্থাও জোরদার করা হচ্ছে।

গড়বেতার সভা থেকে বাম-তৃণমূলকে নিশানা শুভেন্দুর

কলকাতা : রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের বিক্ষোভের আগে গড়বেতার সভা থেকে ইন্ডি জোটকে কটাক্ষ করলেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। বিজেপির 'গণতন্ত্র বাঁচাও, অরাজকতা হটাও' কর্মসূচিতে যোগ দিয়ে



প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও সিপিএমের সাধারণ সম্পাদক এম এ বেবিকে নিশানা করেন তিনি। শুভেন্দুর কটাক্ষ, এখন আন্টি আর বেবির মধ্যে ভাব-ভালোবাসা হয়ে গিয়েছে। 'আন্টি' বলতে মমতাকেই বুঝিয়েছেন বলে স্পষ্ট করেন তিনি।

বাম ও তৃণমূলকে একাসনে বসিয়ে মুখ্যমন্ত্রীর মন্তব্য, যাহাই সিপিএম, তাহাই তৃণমূল। তাঁর দাবি, গড়বেতার মানুষ তৃণমূলকে শূন্য করে দ্বিতীয় স্বাধীনতার আনন্দ উপভোগ করছেন। কলকাতা ও হাওড়ার পুরভোটেও দুই দলকে মানুষ প্রত্যাখ্যান করবে বলে হুঁশিয়ারি দেন তিনি।

ভোটের সময় চিকিৎসক প্রণত টুডুর মাথা ফাটানোর ঘটনা নিয়েও সরব হন শুভেন্দু। এফআইআরের কপি চেয়ে তিনি জানান, ঘটনায় কারা গ্রেপ্তার হয়েছে, তা নিজে খতিয়ে দেখবেন। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তারেরও হুঁশিয়ারি দেন মুখ্যমন্ত্রী।

উলফা মন্তব্যে সাফাই বিশ্বজিতের, মতক সম্প্রদায়ের আত্মত্যাগের প্রসঙ্গ টানলেন মন্ত্রী

গুয়াহাটি : উলফা নিয়ে বিতর্কিত মন্তব্যের জেরে নিজের অবস্থান স্পষ্ট করলেন অসমের মন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমারি। তাঁর দাবি, উলফার প্রসঙ্গ টেনে তিনি মূলত অসম ও অসমিয়া জনগণের প্রতি মতক সম্প্রদায়ের অবদান, দায়বদ্ধতা এবং আত্মত্যাগের কথাই তুলে ধরেছিলেন। বক্তব্যকে অন্যভাবে ব্যাখ্যা না করার আহ্বান জানান তিনি। তিনসুকিয়ার কাকোপথারের দিরাক নওজ্যোতি গ্রামে মতক যুব ছাত্র সম্মিলনের প্রতিষ্ঠা দিবসে দৈমারি বলেছিলেন, উলফার কারণেই কেউ অসমের গায়ে হাত দিতে পারেনি। উলফার সংগঠন ও নেতৃত্ব গঠনে মোরান-মতক



সম্প্রদায়ের ভূমিকাও উল্লেখ করেন তিনি।

এর পরই কংগ্রেস তাঁর মন্তব্যের সমালোচনা করে। নেত্রী মীরা বোরঠাকুর নিষিদ্ধ সংগঠন সম্পর্কে মন্ত্রীর বক্তব্যের তাৎপর্য নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। বিষয়টি জানিয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠিও দিয়েছে দল। বৃহস্পতিবার মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা বলেন, দৈমারি অনুপ চেতিয়ার নেতৃত্বাধীন আলোচনাপন্থী উলফা গোষ্ঠীর কথা বলেছেন, পরেশ বরুয়ার নেতৃত্বাধীন নিষিদ্ধ উলফা-আই-এর নয়। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, অনুপ চেতিয়ার গোষ্ঠী কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের সঙ্গে শান্তিচুক্তি করেছে এবং এখন নিষিদ্ধ নয়।

৭ নভেম্বর থেকে অসমে শুরু 'খেল মহারণ ৩.০'

প্রতিভা অন্বেষণে রাজ্যজুড়ে প্রতিযোগিতা

গুয়াহাটি : তৃণমূল স্তর থেকে নতুন ক্রীড়া প্রতিভা খুঁজে বের করা এবং রাজ্যে খেলাধুলার প্রসার ঘটানোর লক্ষ্যে আগামী ৭ নভেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে 'খেল মহারণ ৩.০'। ৩০ অক্টোবর গুয়াহাটির শ্রীমন্ত শংকরদেব কলাক্ষেত্রের দামোদরদেব আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাগৃহে আয়োজিত অনুষ্ঠানে এই কর্মসূচির সূচনা করেন মুখ্যমন্ত্রী হিমন্তবিশ্ব শর্মা। উপস্থিত ছিলেন ক্রীড়ামন্ত্রী বিশ্বজিৎ দৈমারি।



অনুষ্ঠানে প্রতিযোগিতার নতুন লোগো, সরকারি জার্সি, মাসকট ও থিম সং প্রকাশ করা হয়। এবারের প্রতিযোগিতায় আটটি ক্রীড়া বিভাগে বিভিন্ন স্তরে প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। মুখ্যমন্ত্রী বলেন, এই উদ্যোগের মাধ্যমে রাজ্যের প্রত্যন্ত এলাকার প্রতিভাবান খেলোয়াড়রাও নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরার সুযোগ পাবেন। তাঁদের চিহ্নিত করে ভবিষ্যতে বড় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণের উপযোগী করে তোলাই অন্যতম লক্ষ্য। এবারের আসরের মাসকট 'সন্টু'। অসমের পরিচিত বন্যপ্রাণী সোনালি হনুমানের আদলে এটি তৈরি করা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর মতে, স্থানীয় বন্যপ্রাণীকে প্রতিযোগিতার প্রতীক হিসেবে বেছে নেওয়ার মাধ্যমে রাজ্যের নিজস্ব পরিচিতি ও সাংস্কৃতিক সংযোগ তুলে ধরা হয়েছে। প্রতিযোগিতার লোগো তৈরি করেছেন নবীন শিল্পী শান্তনু হাজারিকা।

রাজ্য সরকারের আশা, খেল মহারণের তৃতীয় সংস্করণ তৃণমূল স্তরে ক্রীড়ার প্রতি আগ্রহ বাড়ানোর পাশাপাশি নতুন খেলোয়াড় তুলে আনবে এবং অসমের ক্রীড়া পরিকাঠামোকে আরও শক্তিশালী করবে।

নাগাল্যান্ডে বেকারত্ব রুখতে পাঠ্যক্রমে প্রযুক্তিশিক্ষার উপর জোর মুখ্যসচিবের

কোহিমা : শিক্ষাগত যোগ্যতা থাকলেও পেশাগত দক্ষতার অভাবে কর্মসংস্থানের সুযোগ পাচ্ছেন না নাগাল্যান্ডের বহু যুবক-যুবতী। এই সমস্যা মোকাবিলায় কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের পাঠ্যক্রমে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, তথ্যবিজ্ঞান ও সাইবার নিরাপত্তার মতো আধুনিক প্রযুক্তিনির্ভর বিষয় অন্তর্ভুক্তির পরামর্শ দিলেন রাজ্যের মুখ্যসচিব সেন্টিয়াঙ্গার ইমচেন।

৩০ অক্টোবর উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা দফতরের উদ্যোগে আয়োজিত এক সেমিনারে তিনি বলেন, প্রযুক্তির পরিবর্তন, জলবায়ু সংকট ও অর্থনৈতিক চাহিদার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শিক্ষাব্যবস্থাকে আধুনিক করতে হবে। ২০২৬ সালের মার্চে প্রকাশিত সমীক্ষা অনুযায়ী, নাগাল্যান্ডে যুব বেকারত্বের হার ১৭.৫ শতাংশ, জাতীয় গড় ৯.৯ শতাংশ। রাজ্যের প্রায় ৯২ শতাংশ বাসিন্দার আনুষ্ঠানিক কারিগরি প্রশিক্ষণ নেই বলেও জানান তিনি।

উপাচার্য অধ্যাপক দীপক সিনহা বলেন, পৃথক বিভাগ না খুলেও বিদ্যমান পাঠ্যক্রমে পরিবর্তন এনে নতুন বিষয় চালু করা সম্ভব। শিল্প সংস্থার সঙ্গে সমন্বয় ও হাতে-কলমে প্রশিক্ষণের উপরও গুরুত্ব দেন তিনি।

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

সম্পাদকীয়

শনিবার, ১৪ কার্তিক, ১৪৩৩ বঙ্গাব্দ, ৩১ অক্টোবর, ২০২৬ ইংরেজি

প্রতিরক্ষা আত্মনির্ভরতার নতুন লক্ষ্য, প্রযুক্তিতে বিশ্বসেরা হওয়ার ডাক

জেট ইঞ্জিন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সেমিকন্ডাক্টর ও সাইবার প্রতিরক্ষায় স্বনির্ভরতা অর্জনই আসল পরীক্ষা

যুদ্ধের ধরন বদলেছে, বদলেছে আন্তর্জাতিক সম্পর্কের সমীকরণও। একবিংশ শতাব্দীর যুদ্ধক্ষেত্রে ট্যাঙ্ক, যুদ্ধবিমান ও ক্ষেপণাস্ত্রের পাশাপাশি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ড্রোন, কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, সাইবার হামলা এবং স্বয়ংক্রিয় অস্ত্র ব্যবস্থা। ফলে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে আত্মনির্ভরতার অর্থও এখন আর শুধু দেশীয় অস্ত্র উৎপাদন বাড়ানো নয়। অত্যাধুনিক সামরিক প্রযুক্তির উদ্ভাবন, উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের সক্ষমতা অর্জনই জাতীয় নিরাপত্তার অন্যতম শর্ত। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিংয়ের 'স্বাবলম্বন ২০২৬' মঞ্চ থেকে 'আত্মনির্ভরতা ২.০'-র আহ্বান তাই বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ।

আন্তর্জাতিক সংঘাতগুলি দেখিয়ে দিয়েছে, আধুনিক যুদ্ধে বিপুল সামরিক শক্তির পাশাপাশি প্রযুক্তিগত শ্রেষ্ঠত্ব কতটা গুরুত্বপূর্ণ। কয়েক হাজার ডলারের ড্রোনও ব্যয়বহুল সামরিক পরিকাঠামোর ক্ষতি করতে পারে। সাইবার হামলায় বিদ্যুৎ, ব্যাঙ্কিং, যোগাযোগ কিংবা সামরিক নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা বিপর্যস্ত হয়ে পড়তে পারে। অর্থাৎ যুদ্ধের ময়দান এখন দেশের ভৌগোলিক সীমানার বাইরেও বিস্তৃত। এই পরিস্থিতিতে বিদেশি অস্ত্র, যন্ত্রাংশ ও প্রযুক্তির উপর অতিরিক্ত নির্ভরতা ভারতের নিরাপত্তার পক্ষে বড় ঝুঁকি।

আন্তর্জাতিক রাজনীতির অনিশ্চয়তা এই বিপদ আরও বাড়িয়েছে। কূটনৈতিক সম্পর্কের অবনতি কিংবা সরবরাহ শৃঙ্খলে বিঘ্ন ঘটলে গুরুত্বপূর্ণ সামরিক সরঞ্জাম ও প্রযুক্তি পাওয়া কঠিন হতে পারে। ভারতের প্রতিরক্ষা উৎপাদন গত কয়েক বছরে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি অর্জন করলেও যুদ্ধবিমানের জেট ইঞ্জিন, উন্নত সেমিকন্ডাক্টর, অত্যাধুনিক সেন্সর এবং বিশেষ প্রযুক্তির ক্ষেত্রে এখনও বিদেশি নির্ভরতা রয়েছে। এই সীমাবদ্ধতা কাটানোই আত্মনির্ভরতার দ্বিতীয় পর্যায়ের প্রধান চ্যালেঞ্জ।

প্রথম পর্যায়ের কর্মসূচিতে দেশীয় অস্ত্র উৎপাদন ও প্রতিরক্ষা রফতানি বেড়েছে। সরকারি সংস্থার পাশাপাশি বেসরকারি শিল্পোদ্যোগ এবং নতুন প্রযুক্তিভিত্তিক সংস্থাগুলিও এই ক্ষেত্রে জায়গা করে নিয়েছে। কিন্তু বিদেশি প্রযুক্তির সাহায্যে অস্ত্র তৈরি করা আর নিজস্ব গবেষণায় বিশ্বমানের প্রযুক্তি উদ্ভাবন করা এক বিষয় নয়। ভারতকে এবার উৎপাদক থেকে প্রযুক্তির উদ্ভাবক হয়ে ওঠার লক্ষ্য নিতে হবে।

এক্ষেত্রে বেসরকারি শিল্প, বিশ্ববিদ্যালয় এবং গবেষণা প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে কার্যকর সমন্বয় জরুরি। কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা, রোবোটিক্স, সাইবার নিরাপত্তা, উন্নত উপাদান ও সেমিকন্ডাক্টর প্রযুক্তিতে দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। গবেষণার ফল পেতে সময় লাগে। তাই শুধু তাৎক্ষণিক বাণিজ্যিক লাভের ভিত্তিতে প্রতিরক্ষা গবেষণার সাফল্য বিচার করা উচিত নয়। প্রয়োজন পর্যাপ্ত অর্থ, দক্ষ মানবসম্পদ এবং উদ্ভাবনের অনুকূল পরিবেশ। প্রতিরক্ষা গবেষণায় বেসরকারি সংস্থার অংশগ্রহণ বাড়ানোর পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়গুলির সঙ্গে সামরিক গবেষণাগারের সহযোগিতাও শক্তিশালী করতে হবে।

তবে প্রকল্প গ্রহণের পাশাপাশি নির্দিষ্ট অগ্রাধিকার ও সময়সীমা স্থির করাও জরুরি। জেট ইঞ্জিন, স্বয়ংক্রিয় যুদ্ধ ব্যবস্থা এবং সাইবার প্রতিরক্ষার মতো গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রে গবেষণার অগ্রগতি নিয়মিত পর্যালোচনা করতে হবে। একই সঙ্গে দেশীয় প্রযুক্তির গুণমান, নির্ভরযোগ্যতা এবং উৎপাদনের ধারাবাহিকতা নিশ্চিত করা প্রয়োজন। গবেষণায় ব্যর্থতা আসতে পারে, কিন্তু তা থেকে শিক্ষা নিয়ে এগিয়ে যাওয়ার পরিবেশও তৈরি করতে হবে।

আত্মনির্ভরতার অর্থ আন্তর্জাতিক সহযোগিতা থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া নয়। প্রযুক্তি বিনিময় ও যৌথ উৎপাদনের প্রয়োজন থাকবেই। কিন্তু সেই সহযোগিতা যেন কৌশলগত নির্ভরতায় পরিণত না হয়। সংকটের মুহূর্তে বিদেশি সরবরাহ বন্ধ হলেও যাতে দেশের প্রতিরক্ষা প্রস্তুতি ব্যাহত না হয়, সেই সক্ষমতা গড়ে তোলাই লক্ষ্য হওয়া উচিত।

'আত্মনির্ভর ভারত ২.০'-র সাফল্য তাই কতগুলি যুদ্ধবিমান, যুদ্ধজাহাজ কিংবা ক্ষেপণাস্ত্র তৈরি হল, শুধু তার হিসাব দিয়ে বিচার করা যাবে না। দেখতে হবে, সেই প্রযুক্তির কতটা দেশীয় গবেষণায় তৈরি এবং উৎপাদন ও রক্ষণাবেক্ষণের নিয়ন্ত্রণ কতটা ভারতের হাতে। প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে প্রকৃত আত্মনির্ভরতা মানে শুধু অস্ত্রের উৎপাদক হওয়া নয়, প্রযুক্তির উদ্ভাবক হয়ে ওঠা। কৌশলগত স্বাধীনতা অর্জনের পথও শেষ পর্যন্ত সেখানেই।

সর্দার প্যাটেল : শুধু 'লৌহমানব' নন, ধর্মনিরপেক্ষ ভারতেরও এক স্থপতি

শান্তনু অধিকারী

ভারতের স্বাধীনতা সংগ্রাম এবং স্বাধীনতার পর রাষ্ট্র গঠনের ইতিহাসে সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল এক অবিস্মরণীয় নাম। তাঁকে 'লৌহমানব' বলা হয় মূলত তাঁর দৃঢ় নেতৃত্ব, রাজনৈতিক দূরদর্শিতা এবং স্বাধীনতার পর দেশীয় রাজ্যগুলিকে ভারতীয় ইউনিয়নের অন্তর্ভুক্ত করার অসামান্য ভূমিকার জন্য। কিন্তু প্যাটেলের ঐতিহাসিক গুরুত্ব কি শুধু দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তির মধ্যেই সীমাবদ্ধ? তাঁর ১৫১তম জন্মবার্ষিকীতে এই প্রশ্ন নতুন করে আলোচনার দাবি রাখে। কারণ প্যাটেলকে স্মরণ করার অর্থ কেবল তাঁর প্রশাসনিক দৃঢ়তার প্রশংসা করা নয়, বরং তাঁর রাজনৈতিক দর্শন, ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা এবং স্বাধীন ভারতের সাংবিধানিক ভিত্তি নির্মাণে অবদানকেও যথাযথভাবে মূল্যায়ন করা।

গুজরাটের কেভাদিয়ায় ১৮২ মিটার উচ্চতার 'স্ট্যাচু অব ইউনিটি'র পাশে রাষ্ট্রীয় একতা দিবসের আয়োজনের মধ্য দিয়ে দেশ তাঁকে স্মরণ করছে। এই স্মরণ অবশ্যই তাৎপর্যপূর্ণ। তবে কোনও ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বকে শুধু বিশাল মূর্তি, আনুষ্ঠানিক শ্রদ্ধা কিংবা রাজনৈতিক বক্তৃতার মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখলে তাঁর প্রকৃত উত্তরাধিকার বোঝা যায় না। প্যাটেল কোনও একটি রাজনৈতিক শিবিরের একক সম্পত্তি নন। তিনি ছিলেন স্বাধীনতা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান সংগঠক এবং নবগঠিত ভারতীয় রাষ্ট্রের ভিত নির্মাণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনকারী এক বাস্তববাদী রাষ্ট্রনায়ক।

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসনের অবসানের সময় ভারতের সামনে সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জগুলির একটি ছিল দেশীয় রাজ্যগুলির ভবিষ্যৎ নির্ধারণ। উপমহাদেশে প্রায় ৫৬০টি দেশীয় রাজ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসনের অবসানের পর এই রাজ্যগুলির সামনে ভারত বা পাকিস্তানে যোগ দেওয়া কিংবা নিজেদের ভবিষ্যৎ নির্ধারণের প্রশ্ন দেখা দেয়। এমন পরিস্থিতিতে সদ্য স্বাধীন দেশের রাজনৈতিক ও ভৌগোলিক অখণ্ডতা রক্ষা করা ছিল অত্যন্ত কঠিন কাজ।

১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে প্যাটেল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দায়িত্বের পাশাপাশি দেশীয় রাজ্য সংযুক্তির কাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। ভি পি মেননকে সঙ্গে নিয়ে তিনি রাজ্যগুলির শাসকদের সামনে বাস্তবসম্মত প্রস্তাব রাখেন। প্রতিরক্ষা, বিদেশনীতি এবং যোগাযোগ;এই তিনটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ভারত সরকারের হাতে তুলে দিয়ে ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দেওয়ার আহ্বান জানানো হয়। রাজপরিবারগুলির জন্য ব্যক্তিগত ভাতা বা প্রিভি পার্সের ব্যবস্থাও রাখা হয়েছিল।

তবে সব রাজ্য সহজে এই প্রস্তাব মেনে নেয়নি। জুনাগড়ের নবাব পাকিস্তানে যোগ দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠে। পরবর্তী সময়ে সেখানে গণভোট অনুষ্ঠিত হয় এবং বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ ভারতের পক্ষে মত দেন। অন্যদিকে হায়দরাবাদের নিজাম ভারতীয় ইউনিয়নে যোগ দিতে অস্বীকার করলে ১৯৪৮ সালের ১৩ থেকে ১৭ সেপ্টেম্বর সামরিক অভিযান 'অপারেশন পোলো' চালানো হয়। শেষ পর্যন্ত হায়দরাবাদও ভারতের অন্তর্ভুক্ত হয়।

এই ঘটনাগুলির মধ্য দিয়ে প্যাটেল যে রাজনৈতিক দৃঢ়তা ও কূটনৈতিক দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন, তা স্বাধীন ভারতের মানচিত্র নির্মাণে নির্ণায়ক ভূমিকা নেয়। দেশীয় রাজ্যগুলির সংযুক্তি শুধু প্রশাসনিক সাফল্য ছিল না, ছিল একটি নবীন রাষ্ট্রের অস্তিত্ব ও স্থিতিশীলতা রক্ষার লড়াই। তবে এই প্রক্রিয়ার বিভিন্ন পর্যায়ের রাজনৈতিক ও সামরিক জটিলতাকেও ইতিহাসের অংশ হিসেবে স্বীকার করতে হবে। ইতিহাসের মূল্যায়ন কখনও একমাত্রিক হতে পারে না।

প্যাটেলকে ঘিরে বর্তমান রাজনৈতিক বিতর্কের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা। কখনও তাঁকে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির ঘনিষ্ঠ হিসেবে তুলে ধরার চেষ্টা হয়, আবার কখনও নেহরুর তুলনায় তাঁর ধর্মনিরপেক্ষ অবস্থানকে প্রশ্নবিদ্ধ করা হয়। কিন্তু ঐতিহাসিক দলিল ও তাঁর রাজনৈতিক সিদ্ধান্তগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায়, বিষয়টি এত সরল নয়।

১৯৪৮ সালের ৪ ফেব্রুয়ারি মহাত্মা গান্ধীর হত্যাকাণ্ডের পর রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের উপর নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছিল। প্যাটেল সেই সিদ্ধান্তের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। একই বছরের জুলাই মাসে তিনি সংঘের কার্যকলাপকে সরকার ও রাষ্ট্রের অস্তিত্বের পক্ষে বিপজ্জনক বলে উল্লেখ করেছিলেন। এই অবস্থান থেকে স্পষ্ট, রাষ্ট্রের কর্তৃত্ব, আইনশৃঙ্খলা এবং সাংবিধানিক ব্যবস্থার প্রশ্নে তিনি আপসহীন ছিলেন।

১৯৪৯ সালের মে মাসে গণপরিষদে পৃথক নির্বাচকমণ্ডলী বিলোপের পক্ষে বক্তব্য রাখেন প্যাটেল। তাঁর লক্ষ্য ছিল ধর্মীয় পরিচয়ের পরিবর্তে নাগরিকত্বের ভিত্তিতে সমান রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। তিনি এমন একটি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রের পক্ষে ছিলেন, যেখানে ধর্ম নির্বিশেষে প্রত্যেক নাগরিক সমান মর্যাদা ও সুযোগ পাবেন।

তবে তাঁর ধর্মনিরপেক্ষতার ধারণা নেহরুর দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে পুরোপুরি এক ছিল না। প্যাটেল জাতীয় ঐক্য ও রাষ্ট্রের প্রতি নাগরিকের আনুগত্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দিতেন। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নাগরিকদেরও বৃহত্তর জাতীয় পরিচয়ের অংশ হিসেবে নিজেদের ভাবার আহ্বান জানিয়েছিলেন তিনি। তাঁর এই বক্তব্যে জাতীয় সংহতির আকাঙ্ক্ষা যেমন প্রকাশ পায়, তেমনই ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্য রক্ষার প্রশ্নে তাঁর অবস্থান নিয়ে আলোচনার অবকাশও থাকে।

সোমনাথ মন্দির পুনর্নির্মাণের ক্ষেত্রেও প্যাটেলের ভূমিকা তাঁর রাজনৈতিক দর্শনের জটিলতা তুলে ধরে। তিনি মন্দির পুনর্নির্মাণকে হিন্দু সমাজের আবেগ ও সম্মানের সঙ্গে যুক্ত বলে মনে করেছিলেন। ফলে তাঁর রাষ্ট্রচিন্তায় একদিকে সাংবিধানিক ধর্মনিরপেক্ষতার প্রতি দায়বদ্ধতা, অন্যদিকে সংখ্যাগরিষ্ঠ সমাজের ধর্মীয় অনুভূতির প্রতি সংবেদনশীলতা;দুইয়েরই উপস্থিতি দেখা যায়। তাঁকে কোনও একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক পরিচয়ের মধ্যে আটকে না রেখে এই সামগ্রিক প্রেক্ষাপটেই বিচার করা প্রয়োজন। প্যাটেল ও জওহরলাল নেহরুর সম্পর্ক নিয়েও রাজনৈতিক পরিসরে নানা বিতর্ক রয়েছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের দুই গুরুত্বপূর্ণ নেতা হলেও রাষ্ট্র পরিচালনা, প্রশাসনিক নীতি এবং আন্তর্জাতিক পরিস্থিতি নিয়ে তাঁদের মধ্যে মতপার্থক্য ছিল।

১৯৪৬ সালে কংগ্রেস সভাপতি নির্বাচনের সময় একাধিক প্রাদেশিক কংগ্রেস কমিটি প্যাটেলের নাম প্রস্তাব করেছিল। কিন্তু মহাত্মা গান্ধীর অনুরোধে তিনি প্রার্থিতা প্রত্যাহার করেন। ফলে নেহরু কংগ্রেস সভাপতি হন এবং পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। স্বাধীনতার পর রাষ্ট্রপতি নির্বাচন, কংগ্রেসের সাংগঠনিক নেতৃত্ব এবং বিভিন্ন প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত নিয়েও দুই নেতার মধ্যে মতবিরোধ দেখা দিয়েছিল।

বিদেশনীতির ক্ষেত্রেও তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির পার্থক্য ছিল। বিশেষ করে চিনের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক নিয়ে ১৯৫০ সালের নভেম্বর মাসে প্যাটেল সতর্ক অবস্থান গ্রহণের পক্ষে মত দিয়েছিলেন। চিনের সামরিক ও কৌশলগত অবস্থান এবং হিমালয় সীমান্তের নিরাপত্তা নিয়ে তাঁর উদ্বেগ ছিল। ভবিষ্যতে এই অঞ্চলে ভারতের সামনে বড় নিরাপত্তা-চ্যালেঞ্জ দেখা দিতে পারে বলে তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেছিলেন।

কিন্তু এই মতপার্থক্যকে ব্যক্তিগত শত্রুতা হিসেবে ব্যাখ্যা করা ইতিহাসের সরলীকরণ। মৃত্যুর কয়েক মাস আগে এক বক্তব্যে প্যাটেল নেহরুকে তাঁদের নেতা বলে উল্লেখ করেছিলেন এবং নিজেকে তাঁর অবাধ্য সৈনিক হিসেবে দেখতে চাননি। প্যাটেলের মৃত্যুর পর নেহরু সংসদে তাঁকে বন্ধু, সহকর্মী ও কমরেড হিসেবে স্মরণ করেন। তাঁর শেষকৃত্যেও উপস্থিত ছিলেন নেহরু। অর্থাৎ রাজনৈতিক মতপার্থক্য থাকা সত্ত্বেও দেশের বৃহত্তর স্বার্থে দুই নেতা একসঙ্গে কাজ করেছিলেন। দেশীয় রাজ্য সংযুক্তির পাশাপাশি স্বাধীন ভারতের প্রশাসনিক কাঠামো শক্তিশালী করতেও প্যাটেলের অবদান অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। তিনি ভারতীয় প্রশাসনিক পরিষেবাকে দেশের 'স্টিল ফ্রেম' বলে অভিহিত করেছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল, দক্ষ, নিরপেক্ষ ও দায়িত্বশীল প্রশাসন ছাড়া এত বড় ও বৈচিত্র্যময় দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখা সম্ভব নয়।

আনিপুরে লাচিত, রামকৃষ্ণনগরে বাজপেয়ীর মূর্তি উন্মোচন পীযূষের

রামকৃষ্ণনগর : সাম্প্রতিক জাতিগত বিতর্কের আবহে বরাক উপত্যকার বাঙালি অধ্যুষিত আনিপুরে অসমের বীর সেনানায়ক লাচিত বরফুকনের মূর্তি উন্মোচন করলেন রাজ্যের মন্ত্রী পীযূষ হাজারিকা। শুক্রবার অসম মালা প্রকল্পের আওতায় স্থাপিত মূর্তির আবরণ উন্মোচন করে তিনি অসমের ইতিহাস, বীরত্ব ও ঐতিহ্যকে নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরার উদ্যোগে সামিল হন। একই দিনে রামকৃষ্ণনগরে প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী ভারতরত্ন অটলবিহারী বাজপেয়ীর মূর্তিও উন্মোচন করা হয়। দুই বিশিষ্ট ব্যক্তিত্বের মূর্তি উন্মোচন ঘিরে এলাকায় রাজনৈতিক ও সামাজিক মহলে বিশেষ আগ্রহ দেখা যায়।

আনিপুরের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মন্ত্রী কৃষ্ণেন্দু পাল, স্থানীয় বিধায়ক বিজয় মালাকার, বিধায়ক কমলাক্ষ্য দেব পুরকায়স্থ, রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ মিশন রঞ্জন দাস, প্রাক্তন বিধায়ক



দিপায়ন চক্রবর্তী, সুব্রত ভট্টাচার্য-সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রের বিশিষ্ট ব্যক্তিরা।

উল্লেখ্য, সম্প্রতি শ্রীভূমিতে দুর্গাপ্রতিমা বিসর্জনের শোভাযাত্রাকে কেন্দ্র করে সংঘর্ষ এবং বিহু দলের সদস্যদের আক্রান্ত হওয়ার অভিযোগ ঘিরে বাঙালি-অসমীয়া সম্পর্ক নিয়ে বিতর্ক তৈরি হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে বাঙালি অধ্যুষিত আনিপুরে লাচিত বরফুকনের মূর্তি স্থাপনকে তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছেন অনেকে। ১৬৭১ সালের সরাইঘাটের যুদ্ধে মুঘল বাহিনীর বিরুদ্ধে আহোম সেনাবাহিনীকে নেতৃত্ব দিয়ে লাচিত যে বীরত্বের পরিচয় দিয়েছিলেন, তা অসমের ইতিহাসে গৌরবের অধ্যায়। তাঁর স্মারক নতুন প্রজন্মকে সেই ইতিহাসের সঙ্গে পরিচিত করবে বলে আশা।

অন্যদিকে, রামকৃষ্ণনগরে অটলবিহারী বাজপেয়ীর মূর্তি উন্মোচনের মধ্য দিয়ে দেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক অবদান ও সংসদীয় গণতন্ত্রের প্রতি তাঁর অঙ্গীকার স্মরণ করা হয়।

সাম্প্রতিক উত্তেজনার আবহে দুই ব্যক্তিত্বের মূর্তি উন্মোচন পারস্পরিক শ্রদ্ধা, সহাবস্থান ও সম্প্রীতির বার্তা সামনে এনেছে বলে বিভিন্ন মহলের অভিমত। বরাক ও ব্রহ্মপুত্র উপত্যকার মানুষের দীর্ঘদিনের সামাজিক-সাংস্কৃতিক সম্পর্ক অটুট রাখার প্রয়োজনীয়তাও নতুন করে আলোচনায় এসেছে।

শ্রীভূমির সংঘর্ষে বরাকজুড়ে প্রতিবাদ, পাথারকান্দির নাগরিক সমাজের নীরবতা নিয়ে প্রশ্ন

পাথারকান্দি : শ্রীভূমিতে বিহু শিল্পীদের সঙ্গে সংঘর্ষের ঘটনাকে কেন্দ্র করে বরাক উপত্যকার বিভিন্ন প্রান্তে প্রতিবাদ ও প্রতিক্রিয়া অব্যাহত থাকলেও পাথারকান্দি শহরে এখনও কোনও সম্মিলিত নাগরিক প্রতিবাদ বা সাংগঠনিক বিবৃতি সামনে আসেনি। এ নিয়ে স্থানীয় সুশীল সমাজ ও সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলির ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে।

উল্লেখ্য, গত ২৩ অক্টোবরের ওই ঘটনায় সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে উভয় পক্ষের সংঘর্ষ ও পাল্টা আক্রমণের দৃশ্য দেখা গিয়েছে বলে দাবি করা হচ্ছে। পুলিশ সুপারের প্রাথমিক বক্তব্যে অতিরিক্ত মদ্যপানকে ঘটনার অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। ইতিমধ্যে কয়েকজন যুবকের বিরুদ্ধে পুলিশি পদক্ষেপের বিষয়টিও সামনে এসেছে।

এদিকে, পাথারকান্দি মহকুমার বাজারিছড়ায় শনিবার ঘটনার প্রতিবাদে সভার আয়োজন করা হয়েছে। এই পরিস্থিতিতে ভাষাগত মর্যাদা, সাংস্কৃতিক অধিকার ও সামাজিক সম্প্রীতির প্রশ্নে পাথারকান্দির সংগঠনগুলি সম্মিলিত অবস্থান নেবে কি না, তা নিয়ে অপেক্ষায় রয়েছেন স্থানীয়দের একাংশ। ঘটনার নিরপেক্ষ তদন্ত ও দোষীদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থার দাবিও উঠেছে।

পদোন্নতি-পেনশন সংস্কারের দাবিতে রাজ্যজুড়ে আন্দোলনে কলেজ শিক্ষকরা

গুয়াহাটি : পদোন্নতি, পেনশন সংস্কার এবং বকেয়া আর্থিক সুযোগ-সুবিধার দাবিতে ৩০ অক্টোবর রাজ্যজুড়ে কর্মবিরতি ও বিক্ষোভ কর্মসূচির ডাক দিয়েছিল অসম কলেজ টিচার্স অ্যাসোসিয়েশন (এসিটিএ)। সংগঠনের আহ্বানে প্রাদেশিকীকৃত কলেজগুলির শিক্ষকরা পেন ডাউন কর্মসূচির পাশাপাশি নিজ নিজ কলেজ চত্বরে অবস্থান বিক্ষোভে শামিল হওয়ার কথা জানান।

এসিটিএ-র সভাপতি ড. বিপুল চক্রবর্তী ও সাধারণ সম্পাদক ড. পরাগজ্যোতি মহন্ত এক বিবৃতিতে জানান, দীর্ঘদিন ধরে শিক্ষকদের পরিষেবাগত সমস্যা এবং আর্থিক দাবিদাওয়া প্রশাসনিক স্তরে উপেক্ষিত রয়েছে। রাজ্য সরকারের প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও প্রাপ্য সুবিধা না মেলায় শিক্ষকদের মধ্যে ক্ষোভ বাড়ছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের (ইউজিসি) নির্দেশিকা যথাযথভাবে কার্যকর না হওয়ায় পদোন্নতি, পেশাগত মর্যাদা ও কর্মস্পৃহা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে বলেও অভিযোগ সংগঠনের।

এসিটিএ-র প্রধান দাবিগুলির মধ্যে রয়েছে জাতীয় পেনশন ব্যবস্থা (এনপিএস) বাতিল করে পুরনো পেনশন ব্যবস্থা (ওপিএস) চালু করা এবং ২০১৩ সালের অফিস মেমোরেন্ডাম সংক্রান্ত অসমাপ্ত সমস্যা মেটাতে সংশ্লিষ্ট পোর্টাল পুনরায় খোলা। ইউজিসির নিয়ম মেনে পূর্ববর্তী চাকরিকালকে জ্যেষ্ঠতা ও পদোন্নতির ক্ষেত্রে গণনা এবং ক্যারিয়ার অ্যাডভান্সমেন্ট স্কিমের আওতায় যোগ্যতা অর্জনের তারিখ থেকে পদোন্নতি ও আর্থিক সুবিধা কার্যকর করার দাবিও জানিয়েছে সংগঠন।

নির্দিষ্ট বেতনে কর্মরত শিক্ষকদের নিয়মিতকরণ, বকেয়া অর্থ, এমফিল ও পিএইচডির জন্য আটকে থাকা অতিরিক্ত ইনক্রিমেন্ট প্রদান এবং অবসরের বয়স ৬৫ বছর করার দাবিও রয়েছে।

সিয়াং প্রকল্পে বিরোধ মেটাতে আলোচনায় রাজি অরুণাচল, আশ্বাস উপমুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইনের

পালিন : প্রস্তাবিত সিয়াং আপার মাল্টিপারপাস প্রকল্প নিয়ে স্থানীয় জনগোষ্ঠীর একাংশের আপত্তি ও উদ্বেগের মধ্যে আলোচনার মাধ্যমে মতপার্থক্য মেটানোর বার্তা দিল অরুণাচল প্রদেশ সরকার। প্রকল্পের বিরোধিতাকারী সংগঠন, নাগরিক সমাজের প্রতিনিধি এবং সংশ্লিষ্ট সব পক্ষের সঙ্গে আলোচনায় বসতে সরকার প্রস্তুত বলে জানিয়েছেন উপমুখ্যমন্ত্রী চৌনা মেইন।

বৃহস্পতিবার ক্রা দাদি জেলার পালিনে অল পালিন, চাম্বাং, ইয়াংতে, গাংতে এবং তারাক-লেংদি স্টুডেন্টস ইউনিয়নের রজতজয়ন্তী উদযাপনের সমাপ্তি অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে তিনি বলেন, প্রকল্প নিয়ে মতপার্থক্য আলোচনার মাধ্যমেই মেটানোর চেষ্টা করা উচিত। বিশেষজ্ঞদের মতামত গ্রহণ, জনসচেতনতা বৃদ্ধি এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলির সঙ্গে মতবিনিময়ের মাধ্যমে গ্রহণযোগ্য সমাধান খুঁজতে চায় সরকার।

প্রকল্পের সম্ভাব্য পরিবেশগত প্রভাব এবং স্থানীয় মানুষের জীবনযাত্রার উপর তার প্রভাব নিয়ে বিভিন্ন সংগঠনের উদ্বেগ রয়েছে। সেই উদ্বেগ ও বিরোধীদের বক্তব্য যথাযথভাবে পর্যালোচনার আশ্বাস দিয়ে মেইন বলেন, মতবিরোধ থাকলেও আলোচনার দরজা বন্ধ রাখা উচিত নয়।



অনুষ্ঠানে যুবসমাজের কর্মসংস্থান নিয়েও বক্তব্য রাখেন উপমুখ্যমন্ত্রী। সরকারি চাকরির উপর নির্ভরশীল না থেকে তরুণদের স্বনির্ভর উদ্যোগ ও ব্যবসায় এগিয়ে আসার পরামর্শ দেন তিনি। অরুণাচলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যের কথা উল্লেখ করে পর্যটন, হোমস্টে, রিসর্ট ও রেস্তরাঁ ব্যবসায় বিপুল সম্ভাবনার কথা তুলে ধরেন।

পাশাপাশি আধুনিকতার সঙ্গে তাল মিলিয়ে স্থানীয় ভাষা, ঐতিহ্য, লোককথা ও মৌখিক ইতিহাস সংরক্ষণে তরুণ প্রজন্মকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানান তিনি। ঐতিহ্যবাহী জ্ঞান ডিজিটাল মাধ্যমে সংরক্ষণের উপরও গুরুত্ব দেন মেইন।

মণিপুরের অর্থনীতি চাঙ্গা করতে কৃষিতে জোর, দ্বিফসলি চাষের সম্প্রসারণে উদ্যোগী খেমচাঁদ

ইম্ফল : দীর্ঘস্থায়ী সংকটে বিপর্যস্ত মণিপুরের অর্থনীতিকে চাঙ্গা করতে কৃষি ও সংশ্লিষ্ট ক্ষেত্রগুলিকে শক্তিশালী করার আহ্বান জানালেন মুখ্যমন্ত্রী ইয়ুমনাম খেমচাঁদ সিং। দ্বিফসলি চাষ, জৈব কৃষির সম্প্রসারণ এবং কৃষিপণ্যের বাজার নিশ্চিত করার উপর জোর দিয়েছেন তিনি।



৩০ অক্টোবর ইম্ফলে প্রধানমন্ত্রী কিষান উৎসব দিবসের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, কৃষি রাজ্যের অর্থনীতির অন্যতম প্রধান ভিত্তি। চলমান সংকটে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ড ও জিএসটি-সহ রাজস্ব আদায় ব্যাহত হয়েছে। সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েছেন দৈনিক মজুরির উপর নির্ভরশীল মানুষ ও প্রান্তিক পরিবার। কৃষির পাশাপাশি উদ্যানপালন, তাঁত, হস্তশিল্প ও পর্যটনকে পুনরুজ্জীবিত করার প্রয়োজনীয়তার কথাও বলেন তিনি।

মুখ্যমন্ত্রীর মতে, রাজ্যের বহু কৃষক বছরে একবারই ফসল ফলান। ফলে প্রায় ছয় মাস জমি অব্যবহৃত থাকে। এই পরিস্থিতি বদলাতে কৃষি দফতরকে দ্বিতীয় ফসলের চাষ সম্প্রসারণের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি। পাশাপাশি জৈব কৃষির আওতা বাড়ানোর কথাও জানান। আগের পর্যায়ে ৪০০ হেক্টর জমিতে জৈব চাষ হয়েছে। চলতি বছরে আরও ৪০০ হেক্টর জমিকে এর আওতায় আনার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছে। তবে উৎপাদনের পাশাপাশি ন্যায্য দাম ও বাজার নিশ্চিত করতে পৃথক বিক্রয়কেন্দ্র গড়ার প্রস্তাব দেন তিনি। অনুষ্ঠানে কৃষকদের জল পাম্প, কেঁচো সার ইউনিট ও ছোট তেলকল স্থাপনে আর্থিক সহায়তা দেওয়া হয়। সর্ষে, মটর ও ছোলার বীজ, মৌমাছি পালনের বাক্স এবং স্প্রে মেশিনও বিতরণ করা হয়। রাজ্যের ১৪,৭৪০ জন কৃষককে মোট ২.৯৫ কোটি টাকা সহায়তা দেওয়া হয়েছে।

এদিন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি পিএম-কিষানের ২৪তম কিস্তিতে দেশজুড়ে ৯.৩৪ কোটির বেশি কৃষকের জন্য ১৮,৬৯০ কোটি টাকার বেশি বরাদ্দ ছাড় করেন। কৃষি পরিকাঠামো তহবিলের আওতায় তৈরি ৫২১টি ইউনিটের উদ্বোধন এবং ১২টি উদ্যানপালন ক্লাস্টারের সূচনা করেন প্রধানমন্ত্রী। মুখ্যমন্ত্রী মাঠপর্যায়ের কৃষি আধিকারিকদের আরও সক্রিয় ভূমিকা নেওয়ার আহ্বান জানান, যাতে প্রকল্পের সুবিধা কৃষকদের কাছে দ্রুত ও কার্যকরভাবে পৌঁছয়।

২০২৭ সালের জনগণনায় বাদ মণিপুর, জানুয়ারি থেকে শুরু দেশজুড়ে

নয়াদিল্লি: মণিপুরকে আপাতত বাইরে রেখেই ২০২৭ সালের জনগণনার দ্বিতীয় তথা জনসংখ্যা গণনা পর্বের সময়সূচি ঘোষণা করল কেন্দ্র। আগামী বছরের ২৫ জানুয়ারি থেকে ২৮ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত দেশের অধিকাংশ এলাকায় এই কাজ চলবে। ৩০ অক্টোবর জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে এ কথা জানিয়েছে ভারতের রেজিস্ট্রার জেনারেলের দফতর।

বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী, ২০২৭ সালের ১ মার্চ মধ্যরাতকে গণনার নির্ধারিত ভিত্তি সময় ধরা হয়েছে। তবে নির্বাচন সামনে থাকায় গোয়া, উত্তরপ্রদেশ, পাঞ্জাব, উত্তরাখণ্ড ও লাদাখকেও আপাতত এই কর্মসূচির বাইরে রাখা হয়েছে। হিমাচল প্রদেশ ও জম্মু-কাশ্মীরের তুষারাবৃত এলাকাতেও এই সময় গণনা হবে না।

এবার প্রথমবারের মতো স্ব-গণনার সুযোগ থাকছে। নাগরিকরা ১০ থেকে ২৪ জানুয়ারি পর্যন্ত অনলাইনে নিজেদের তথ্য জমা দিতে পারবেন। এরপর ২৫ জানুয়ারি থেকে বাড়ি বাড়ি গিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হবে। ১ থেকে ৫ মার্চ চলবে সংশোধনী পর্ব। স্বাধীনতার পর এটি হবে দেশের অষ্টম জনগণনা।

রুশ হামলা রুখতে ইউক্রেনকে ৫০০ প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র ট্রাম্পের, তবু স্বস্তি নেই জেলেনস্কির



কিয়েভ : রাশিয়ার লাগাতার হামলায় বিপর্যস্ত ইউক্রেনের আকাশ প্রতিরক্ষা ব্যবস্থা আরও শক্তিশালী করতে এবার ৫০০টি প্যাট্রিয়ট পিএসি-৩ ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহের সিদ্ধান্ত নিল আমেরিকা। শুক্রবার মার্কিন বিদেশমন্ত্রকের তরফে এই সরবরাহের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। চুক্তির আনুমানিক মূল্য ২১০ কোটি ডলার। দীর্ঘদিন ধরেই ওয়াশিংটনের কাছে অত্যাধুনিক এই ক্ষেপণাস্ত্র চেয়ে আসছিলেন ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির জেলেনস্কি। অবশেষে ডোনাল্ড ট্রাম্প প্রশাসনের সবুজ সংকেতে স্বস্তি ফিরেছে কিয়েভের সামরিক মহলে। তবে এই সিদ্ধান্তেও পুরোপুরি আশ্বস্ত হতে পারছেন না জেলেনস্কি। কারণ, ক্ষেপণাস্ত্রগুলি ইউক্রেনের হাতে পৌঁছতে এক থেকে দু'বছর পর্যন্ত সময় লেগে যেতে পারে। অথচ রুশ হামলা মোকাবিলায় এখনই এই অস্ত্রের প্রয়োজন বলে জানিয়েছেন তিনি।

চার বছরেরও বেশি সময় ধরে চলা যুদ্ধে ইউক্রেনের অস্ত্রভাণ্ডারে ক্রমশ টান পড়ছে। বিশেষ করে শীতের আগে ইউক্রেনের বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র, জ্বালানি পরিকাঠামো ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলিকে নিশানা করে রাশিয়ার হামলা বাড়তে থাকায় উদ্বেগ আরও বেড়েছে কিয়েভের। এই পরিস্থিতিতে আকাশপথে রুশ ক্ষেপণাস্ত্র ও ড্রোন হামলা প্রতিহত করতে প্যাট্রিয়ট প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার উপর বিশেষ গুরুত্ব দিচ্ছে ইউক্রেন। সম্প্রতি ক্ষেপণাস্ত্র সরবরাহে বিলম্ব নিয়ে প্রকাশ্যেই অসন্তোষ জানিয়েছিলেন জেলেনস্কি। চলতি সপ্তাহে এ নিয়ে মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথের সঙ্গেও যোগাযোগ করেন তিনি।

জানা গিয়েছে, এই চুক্তিতে ইউক্রেনকে আর্থিক সহায়তা করবে কানাডা, জার্মানি ও নরওয়ে। ক্ষেপণাস্ত্র উৎপাদন ও সরবরাহের দায়িত্বে রয়েছে মার্কিন প্রতিরক্ষা সরঞ্জাম প্রস্তুতকারী সংস্থা লকহিড মার্টিন। তবে দীর্ঘ উৎপাদন ও সরবরাহ প্রক্রিয়ার কারণে তাৎক্ষণিকভাবে ইউক্রেনের হাতে অস্ত্র পৌঁছনোর সম্ভাবনা কম।

সেই কারণেই জেলেনস্কির আবেদন, নতুন ক্ষেপণাস্ত্র তৈরির জন্য অপেক্ষা না করিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের দেশগুলির হাতে থাকা মজুত প্যাট্রিয়ট ক্ষেপণাস্ত্র থেকে আপাতত কিছু অস্ত্র ইউক্রেনকে দেওয়া হোক। তাঁর আশঙ্কা, সরবরাহের দীর্ঘসূত্রিতার সুযোগ নিয়ে শীতের মরশুমে রাশিয়া ইউক্রেনের বিদ্যুৎ ও জ্বালানি পরিকাঠামোর উপর আরও জোরালো আঘাত হানতে পারে। ফলে নতুন চুক্তি কিয়েভের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হলেও যুদ্ধক্ষেত্রে তার সুফল পেতে কতটা সময় লাগবে, সেটাই এখন বড় প্রশ্ন।

এসআইআর-এ বাদ ১.২৭ কোটি হিন্দুর নাম, উত্তরপ্রদেশে ভোটের আগে উদ্বেগে যোগী



লখনউ : বিধানসভা নির্বাচনের আগে উত্তরপ্রদেশে ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন (এসআইআর) ঘিরে রাজনৈতিক উদ্বেগ বাড়ছে। এবার সেই উদ্বেগ প্রকাশ করলেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ। তাঁর দাবি, এসআইআর প্রক্রিয়ায় ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়েছে ১ কোটি ২৭ লক্ষ হিন্দুর নাম। বিপুল সংখ্যক ভোটারের নাম বাদ পড়ায় আগামী বছরের বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপির রাজনৈতিক সমীকরণে প্রভাব পড়তে পারে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেছেন তিনি। এই পরিস্থিতিতে দলীয় কর্মীদের ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে বিশেষ নজর দেওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

সম্প্রতি দলীয় কর্মীদের সঙ্গে বৈঠকে এসআইআর নিয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করেন যোগী। তাঁর নির্দেশ, কোনও যোগ্য ভোটারের নাম যেন তালিকা থেকে বাদ না যায়, তা নিশ্চিত করতে হবে। বিশেষ করে বুথ স্তরের আধিকারিকদের (বিএলও) সঙ্গে সমন্বয় রেখে বাদ পড়া বৈধ ভোটারদের নাম পুনরায় অন্তর্ভুক্ত করার উদ্যোগ নিতে হবে। যোগীর দাবি, হিন্দু ভোটারদের নাম ব্যাপক হারে বাদ পড়ার প্রভাব ইতিমধ্যেই ২৮টি পুরসভায় বিজেপির অবস্থানের উপর পড়েছে। তাঁর মতে, এই পরিস্থিতি আসন্ন নির্বাচনে দলের জন্য উদ্বেগের কারণ হয়ে উঠতে পারে।

বৈঠকে ভোটার সংখ্যার পরিসংখ্যান তুলে ধরে যোগী বলেন, উত্তরপ্রদেশে প্রায় ১৬ কোটি ভোটার থাকার কথা থাকলেও বর্তমানে সংখ্যাটি নেমে এসেছে ১৩ কোটিতে। পঞ্চায়েতের ভোটার তালিকায় থাকা ৬৬ লক্ষ মানুষের নাম বিধানসভা কেন্দ্রের তালিকায় নেই। সরকারি প্রকল্পের ৫৫ লক্ষ উপভোক্তার নামও ভোটার তালিকায় অনুপস্থিত। পাশাপাশি ১৮-১৯ বছর বয়সি সাড়ে চার লক্ষ নতুন ভোটারের নামও তালিকায় ওঠেনি বলে দাবি তাঁর। আগের এসআইআর প্রক্রিয়ায় মাত্র চার লক্ষ ভোটারের নাম যুক্ত হওয়া নিয়েও অসন্তোষ প্রকাশ করেন মুখ্যমন্ত্রী। অন্যদিকে, নির্বাচন কমিশনের প্রকাশিত তথ্য অনুযায়ী, এসআইআরের পর উত্তরপ্রদেশের ভোটার তালিকা থেকে ২ কোটি ৪ লক্ষেরও বেশি নাম বাদ পড়েছে।

দেশের ২৯তম বায়ুসেনা প্রধান অপারেশন সিঁদুরের নায়ক আশুতোষ দীক্ষিত

নয়াদিল্লি : দেশের ২৯তম বায়ুসেনা প্রধান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করলেন এয়ার চিফ মার্শাল আশুতোষ দীক্ষিত। শনিবার রেস কোর্স বায়ুসেনা ঘাঁটিতে বিদায়ী প্রধান এয়ার চিফ মার্শাল অমরপ্রীত সিংয়ের স্থলাভিষিক্ত হন তিনি। অপারেশন সিঁদুরে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি অপারেশন সফেদ সাগর ও অপারেশন রক্ষকের পরিকল্পনার সঙ্গেও যুক্ত ছিলেন দীক্ষিত। ১৯৮৬ সালের ডিসেম্বরে বায়ুসেনায় যোগ দেন তিনি। মিরাজ-২০০০, মিগ, জাগুয়ার এবং তেজসের মতো যুদ্ধবিমান চালানোর অভিজ্ঞতা রয়েছে তাঁর। সাড়ে ৩৫০০ ঘণ্টারও বেশি উড়ানের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন দীক্ষিত এর আগে বায়ুসেনার উপপ্রধান ছিলেন। পাশাপাশি ইন্টিগ্রেটেড ডিফেন্স স্টাফের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্বও সামলেছেন তিনি।

হ্রদের জল আটকে কৃত্রিম জলাধার, ফের বিপর্যয়ের আশঙ্কা ভুটানে



থিম্পু : হিমবাহ হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে নেমে আসা বিপুল জলরাশি মাঝপথে আটকে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম জলাধার। সেই জলাধারের প্রাকৃতিক বাধা সরে গেলেই ফের ভয়াবহ ঢল নামার আশঙ্কা দেখা দিয়েছে ভুটানে। ফলে সংকোশ নদীর জলস্তর এখনও উল্লেখযোগ্যভাবে না বাড়লেও বিপদ পুরোপুরি কাটেনি। পরিস্থিতির উপর কড়া নজর রাখছে ভুটান প্রশাসন। জলপ্রবাহের গতিপথ ও কৃত্রিম জলাধারের পরিস্থিতি সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে বিশেষজ্ঞ দল পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে ভুটানের ন্যাশনাল সেন্টার ফর হাইড্রোলজি অ্যান্ড মেটিওরোলজি। শুক্রবার থেকে আকাশপথে সিনতাপু হিমবাহ হ্রদ এলাকায় পৌঁছনোর চেষ্টা হলেও প্রতিকূল আবহাওয়ার কারণে শনিবার দুপুর পর্যন্ত সেখানে পৌঁছনো সম্ভব হয়নি।

বিশেষজ্ঞদের পর্যবেক্ষণ অনুযায়ী, সিনতাপু হ্রদ থেকে নেমে আসা বিপুল জলরাশি লুনানা ও গাংচেন তাগ নদীর মিলনস্থল তাকতসেমাথাং-এ আটকে রয়েছে। হ্রদের প্রাকৃতিক বাঁধ ভেঙে জল নেমে আসার সময় পাহাড়ি ঢালের মাটি, বড় বড় পাথর এবং উপড়ে যাওয়া গাছপালা নদীপথে জমে জলপ্রবাহ আটকে দিয়েছে। এর ফলেই সেখানে তৈরি হয়েছে কৃত্রিম জলাধার। শনিবার পাওয়া তথ্য অনুযায়ী, ওই জলাধারের জলস্তর ধীরে ধীরে কমছে। তবে বাধা ভেঙে সঞ্চিত জল একসঙ্গে নীচে নেমে এলে নতুন করে বিপর্যয় দেখা দিতে পারে। তাই মো চু ও পুনাৎসাংচু নদীর উপত্যকায় বসবাসকারী মানুষকে সতর্ক থাকতে বলা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বৃহস্পতিবার সন্ধ্যায় সিনতাপু হিমবাহ হ্রদ উপচে প্রবল জলস্রোত পাথর, মাটি ও গাছপালা ভাসিয়ে গাসা জেলার উপর দিয়ে মো চু নদীতে নামে। তাতে গাসা ও পুনাখা এলাকায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। যদিও আগাম সতর্কতা জারি করে সাইরেন বাজিয়ে নদীতীরবর্তী বিপজ্জনক এলাকার বাসিন্দাদের সরিয়ে নেওয়ায় প্রাণহানির খবর মেলেনি।

পুনাখায় মো চু ও ফো চু নদীর মিলিত প্রবাহ পুনাৎসাংচু নামে পরিচিত। এই নদীই ভারতে প্রবেশের পর সংকোশ নামে প্রবাহিত হয়েছে। সম্ভাব্য বিপদের কথা মাথায় রেখে ভুটান সরকার অসম ও পশ্চিমবঙ্গকে সতর্ক করেছিল। দুই রাজ্যও নদীতীরবর্তী বাসিন্দাদের নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়ার ব্যবস্থা করে। কিন্তু সংকোশের জলস্তর না বাড়ায় প্রথমে উদ্বেগের কারণ স্পষ্ট হয়নি। পরে নদীপথ অবরুদ্ধ হয়ে জল আটকে থাকার বিষয়টি সামনে আসে। এখন বিশেষজ্ঞদের সরেজমিন মূল্যায়নের দিকেই তাকিয়ে রয়েছে ভুটান-সহ ভাটির এলাকার প্রশাসন।

রামলীলা বিক্ষোভের আগেই 'দিদি'র দরবারে দীপকে

'আরশোলা'কে বাংলায় আমন্ত্রণ মমতার



কলকাতা : জ্ঞানেশ বিরোধী প্রতিবাদে যোগ দিতে দিল্লি গিয়েই সলতে পাকানো শুরু করলেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। বিরোধী জোট আরও শক্তিশালী করার ইঙ্গিত দিয়ে তাঁর সঙ্গে দেখা করে গেলেন ককরোচ জনতা পার্টির অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা অভিজিৎ দীপকে। শনিবার সন্ধ্যায় দিল্লির ১৮৩, সাউথ অ্যাভিনিউয়ে তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ফ্ল্যাটে গিয়ে মমতার সঙ্গে দেখা করলেন 'আরশোলা' দীপকে। হাতে হাত রেখে একে অপরের রাজনৈতিক লড়াইকে কুর্নিশ জানান। রবিবার রামলীলা ময়দানে বিরোধীদের মেগা সমাবেশের আগে মমতা-দীপকের এই সাক্ষাৎ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ নিঃসন্দেহে।

ভোটচুরির অভিযোগ, মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকায় প্রশ্ন তুলে তাঁর অপসারণের দাবি ঘিরে ফের উত্তপ্ত হতে চলেছে রাজধানী দিল্লি। রবিবার সকালে মেগা কর্মসূচিতে নামছে বিরোধী 'ইন্ডি' জোট। সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত রামলীলা ময়দানে জমায়েত হয়ে প্রতিবাদ জানাবেন। ইতিমধ্যে দিল্লি পৌঁছে গিয়েছেন প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও ডেরেক ও ব্রায়েন। শনিবার সন্ধ্যায় অভিষেকের বাংলোয় তাঁদের সঙ্গে দেখা করতে গেলেন 'ককরোচ' দীপকে। তাঁকে স্বাগত জানান ডেরেক। এরপর মমতার সঙ্গে দেখা করেন তরুণ নেতা। দু'জনের মধ্যে কিছুক্ষণ কথাবার্তা হয়।

সূত্রের খবর, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দীর্ঘ রাজনৈতিক লড়াইয়কে কুর্নিশ জানিয়েছেন দীপকে। পালটা মমতাও তাঁদের আন্দোলনের প্রতি পূর্ণ সমর্থন জানান।

রাশিয়ার আন্তর্জাতিক ফ্যাশন মঞ্চে মণিপুরের তাঁতশিল্প, নজর কাড়ল শিরুই লিলি-অনুপ্রাণিত পোশাক

মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প ও সাংস্কৃতিক পরিচিতি এবার আন্তর্জাতিক ফ্যাশন মঞ্চে। রাশিয়ার সেন্ট পিটার্সবার্গে আয়োজিত ৩১তম অ্যাডমিরালটি নিডল আন্তর্জাতিক ফ্যাশন, শিল্প ও নকশা উৎসবে প্রদর্শিত হল মণিপুরের বিখ্যাত শিরুই লিলি ফুল থেকে অনুপ্রাণিত পোশাকের সম্ভার।

গত ১৯ থেকে ২৩ অক্টোবর আয়োজিত এই উৎসবে দিল্লি ফ্যাশন উইকের আন্তর্জাতিক উদ্যোগ ‘রিইনভেন্ট নর্থইস্ট’-এর নবম পর্বের অংশ হিসেবে মণিপুরের তাঁতশিল্প ও ঐতিহ্যবাহী বয়নশৈলী তুলে ধরা হয়। ভারতের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের নিজস্ব বস্ত্রশিল্প, আধুনিক পোশাকের নকশা এবং দেশীয় কারুশিল্পকে আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে তুলে ধরাই ছিল এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য।

উৎসবে বিশেষ আকর্ষণ ছিল ‘থ্রেডস অব মণিপুর: আ লিগ্যাসি অব হেরিটেজ অ্যান্ড এলিগ্যান্স’ শীর্ষক পোশাকের সম্ভার। ইম্ফলের শিরোই লিলি ক্লজেটের নকশাকার লায়রেনলাকপাম লিলি চানু এই সংগ্রহ তৈরি করেন।

মণিপুরের শতাব্দীপ্রাচীন বয়নশিল্প এবং উখরুল জেলার শিরুই পাহাড়ের বিখ্যাত শিরুই লিলি ফুল থেকে অনুপ্রেরণা নিয়ে তৈরি এই পোশাকের সম্ভারে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের সঙ্গে আধুনিক ফ্যাশনের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

শিরুই লিলি শুধু মণিপুরের একটি বিরল ফুল নয়, রাজ্যের



প্রাকৃতিক ঐতিহ্য ও সাংস্কৃতিক পরিচিতিরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই ফুলের সৌন্দর্য ও স্থানীয় বয়নশিল্পের বৈশিষ্ট্যকে পোশাকের নকশায় ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন লিলি চানু।

ঐতিহ্যবাহী বয়নশৈলীকে আধুনিক পোশাকের সঙ্গে যুক্ত করে এই সংগ্রহ দেখিয়েছে, কীভাবে স্থানীয় সংস্কৃতি ও শিল্পকলার স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখেও আন্তর্জাতিক ফ্যাশন জগতে জায়গা করে নেওয়া সম্ভব।

আন্তর্জাতিক মঞ্চে উত্তর-পূর্বের তাঁতশিল্প

এই উদ্যোগের নেতৃত্বে ছিলেন দিল্লি ফ্যাশন ক্লাবের চেয়ারম্যান এবং ভিওয়াই মিডিয়া অ্যান্ড ইভেন্টসের পরিচালক হর্ষিত ধিংগান। উত্তর-পূর্ব ভারতের নকশাকার, শিল্পী ও ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পীদের কাজকে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরাই ‘ইন্টারন্যাশনাল রিইনভেন্ট নর্থইস্ট’-এর অন্যতম উদ্দেশ্য। রাশিয়ার উৎসবে দিল্লি ফ্যাশন উইকের আন্তর্জাতিক পর্বের ফ্যাশন ডিরেক্টর হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন ধিংগান। আন্তর্জাতিক অনুষ্ঠানের শো ডিরেক্টর হিসেবেও তিনি কাজ করেন। পাশাপাশি উৎসবের নকশাকারদের প্রতিযোগিতার বিচারকমণ্ডলীতেও ছিলেন তিনি।

মণিপুরের এই প্রদর্শনী উত্তর-পূর্ব ভারতের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পকে আন্তর্জাতিক বাজারের সঙ্গে যুক্ত করার সম্ভাবনাও তুলে ধরেছে। স্থানীয় শিল্পীদের দক্ষতা, নকশার বৈচিত্র্য এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা বয়নশিল্পের জ্ঞানকে বৃহত্তর দর্শকের সামনে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

মণিপুরে তাঁতশিল্প শুধু পোশাক তৈরির মাধ্যম নয়, রাজ্যের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনেরও গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সেই ঐতিহ্যকে আধুনিক নকশার সঙ্গে যুক্ত করে আন্তর্জাতিক মঞ্চে উপস্থাপন করা রাজ্যের শিল্পীদের জন্য নতুন সম্ভাবনার দরজা খুলে দিতে পারে।

মেঘালয়ের রিন্ডিয়া রেশম নিয়েও আলোচনা

ফ্যাশন প্রদর্শনীর পাশাপাশি উৎসবের আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে উত্তর-পূর্ব ভারতের আরেকটি ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পের পরিচিতি তুলে ধরা হয়। মেঘালয়ের দেশীয় রিন্ডিয়া রেশম, যা এরি রেশম নামেও পরিচিত, তা নিয়ে সেন্ট পিটার্সবার্গের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বিশেষ আলোচনা ও প্রশিক্ষণমূলক কর্মশালার আয়োজন করা হয়। ‘ইন্ডিয়া: দ্য ল্যান্ড অব ডাইভার্সিটি, রিন্ডিয়া , দ্য ফ্যাব্রিক অব পিস’ শীর্ষক এই কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় সেন্ট পিটার্সবার্গ স্টেট ইউনিভার্সিটি অব ইন্ডাস্ট্রিয়াল টেকনোলজিস অ্যান্ড ডিজাইনে।

কর্মশালায় মেঘালয়ের ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পে রিন্ডিয়া রেশমের সাংস্কৃতিক গুরুত্ব তুলে ধরা হয়। পাশাপাশি আধুনিক পোশাকের নকশা ও পরিবেশবান্ধব ফ্যাশনে দেশীয় ভারতীয় বস্ত্রের সম্ভাবনা নিয়েও আলোচনা হয়। এই উদ্যোগে নৈতিক সমর্থন জানিয়েছে মেঘালয় সরকারের বস্ত্র দফতর। পরামর্শমূলক সহায়তা দিয়েছেন আইএএস আধিকারিক ফ্রেডরিক রয়।

দিল্লির পরিবেশবান্ধব ফ্যাশন সংস্থা কামারিও আন্তর্জাতিক কর্মসূচিতে অংশ নেয়। ধিংগানের প্রতিনিধিত্বে সংস্থাটি এমন এক আধুনিক পোশাকের ধারা তুলে ধরে, যেখানে পরিবেশবান্ধব পদ্ধতির সঙ্গে ঐতিহ্যবাহী কারুশিল্পের মেলবন্ধন ঘটানো হয়েছে।

ঐতিহ্য ও আধুনিকতার মেলবন্ধনে নতুন সম্ভাবনা

ধিংগান বলেন, মণিপুরের তাঁতশিল্পকে আন্তর্জাতিক মঞ্চে তুলে ধরা ভারতের দেশীয় বস্ত্রঐতিহ্য সম্পর্কে বিশ্বজুড়ে সচেতনতা বাড়ানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ।

তিনি জানান, ‘ইন্টারন্যাশনাল রিইনভেন্ট নর্থইস্ট’-এর লক্ষ্য উত্তর-পূর্ব ভারতের নকশাকারদের জন্য নতুন সুযোগ তৈরি করা এবং ঐতিহ্যবাহী বস্ত্রশিল্পের সাংস্কৃতিক ও শৈল্পিক মূল্যকে বৃহত্তর পরিসরে তুলে ধরা। সেন্ট পিটার্সবার্গের এই প্রদর্শনীতে ভারতের বস্ত্রশিল্পের তিনটি পৃথক ধারার উপস্থিতি ছিল উল্লেখযোগ্য;মণিপুরের ঐতিহ্যবাহী তাঁতশিল্প, মেঘালয়ের রিন্ডিয়া রেশম এবং দিল্লির আধুনিক পরিবেশবান্ধব ফ্যাশন। এই আয়োজন দেখিয়েছে, আন্তর্জাতিক ফ্যাশন ও শিক্ষামূলক মঞ্চ কীভাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের দেশীয় কারুশিল্পকে বিশ্বের সামনে তুলে ধরতে পারে। একই সঙ্গে বিভিন্ন দেশের শিল্পী ও নকশাকারদের মধ্যে সাংস্কৃতিক আদানপ্রদান এবং নতুন সহযোগিতার সম্ভাবনাও তৈরি করতে পারে।

মণিপুরের শিরুই লিলি-অনুপ্রাণিত পোশাকের সম্ভার তাই কেবল একটি ফ্যাশন প্রদর্শনীতে সীমাবদ্ধ থাকেনি। এর মাধ্যমে রাজ্যের প্রাকৃতিক ঐতিহ্য, সাংস্কৃতিক পরিচিতি এবং প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে চলে আসা বয়নশিল্পের দক্ষতা আন্তর্জাতিক দর্শকদের সামনে তুলে ধরার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের নকশাকাররা আন্তর্জাতিক মঞ্চে ক্রমশ নিজেদের উপস্থিতি জানান দিচ্ছেন। এই ধরনের উদ্যোগ স্থানীয় শিল্পীদের জন্য নতুন বাজার ও কাজের সুযোগ তৈরি করার পাশাপাশি আঞ্চলিক তাঁতশিল্পের পরিচিতি আরও বিস্তৃত করতে সাহায্য করতে পারে।





প্রকাশক : কেআরসি ফাউন্ডেশন, বাড়ি নং ১৫, ওল্ড কালীবাড়ি রোড, মালুগ্রাম, শিলচর, অসম—৭৮৮০০২।
প্রধান সম্পাদক : বিশ্বদীপ গুপ্ত। ফোন: ৮৭২১৮৩৮৩১৩। ই-মেল: krctimes@gmail.com। ওয়েবসাইট: www.krctimes.com।

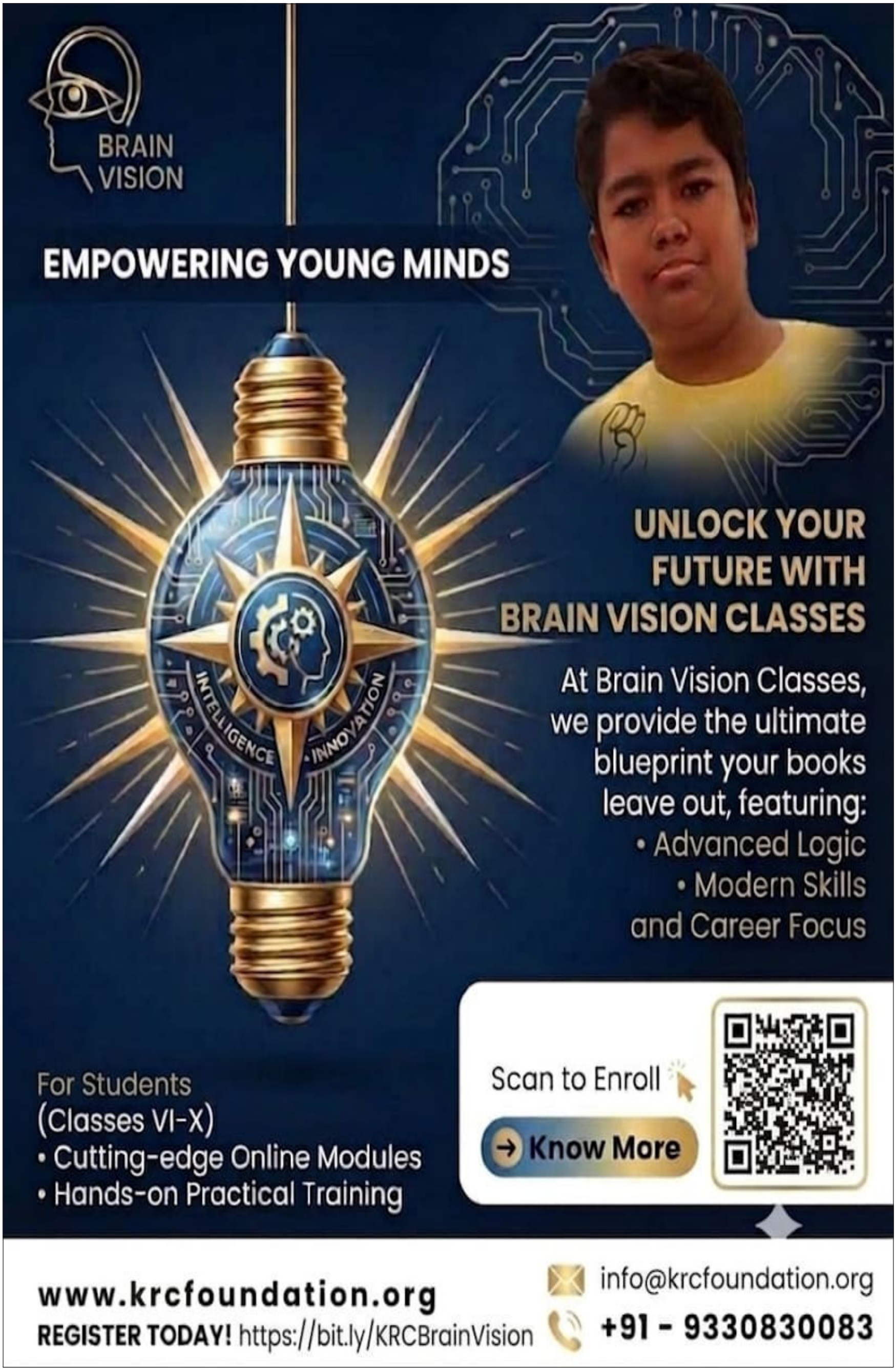
BRAIN VISION
EMPOWERING YOUNG MINDS
UNLOCK YOUR FUTURE WITH BRAIN VISION CLASSES
At Brain Vision Classes, we provide the ultimate blueprint your books leave out, featuring:
• Advanced Logic
• Modern Skills and Career Focus
INTELLIGENCE
INNOVATION
For Students
(Classes VI-X)
• Cutting-edge Online Modules
• Hands-on Practical Training
Scan to Enroll
→ Know More
www.krcfoundation.org
REGISTER TODAY! https://bit.ly/KRCBrainVision
info@krcfoundation.org
+91 - 9330830083

KRC FOUNDATION

কেআরসি টাইমস ই-কপি

দৈনিক উত্তর-পূর্ব সংস্করণ

কেআরসি টাইমস
স্টে এনরিচড

আমাদের সম্পর্কে

কেআরসি টাইমস হল কেআরসি ফাউন্ডেশনের একটি সাংবাদিকতামূলক উদ্যোগ, যেখানে আমরা আমাদের মূল দর্শন 'যোগাযোগহীনদের সংযুক্ত করা' অনুসরণ করি। আমরা না-বলা এবং না-শোনা গল্পগুলিকে সকলের সামনে তুলে ধরি, যার লক্ষ্য হল প্রান্তিক মানুষের কাছে পৌঁছানো।

কেআরসি টাইমস ই-কপি

উত্তর-পূর্ব ভারত সংস্করণ

- প্রতিদিন সন্ধ্যায় ৫ পৃষ্ঠার ই-কপি প্রকাশিত হয়
- প্রথম পাতা, সম্পদকীয়, আঞ্চলিক, জাতীয় ও ৫ই/বিজ্ঞাপন
- ৩৬৫ দিনের জন্য মাত্র ৩০০ টাকায় সাবস্ক্রাইব করুন

কেন ই-পেপার?

প্রতিদিন সন্ধ্যার মধ্যে দ্রুত পড়ে নেওয়া যায় এমন দিনের সেরা খবর, তথ্য ও বিশ্লেষণ পান

স্বচ্ছ সাংবাদিকতা

কেআরসি টাইমস ই-কপি হল নিরপেক্ষ খবর এবং তথ্য প্রদানের একটি আন্তরিক প্রচেষ্টা

কার জন্য?

ছাত্রছাত্রী, যুবসমাজ, উদ্যোক্তা, অভিভাবক এবং পেশাদার...

আপনার কপি পেতে আপনার নাম্বার পাঠান
WhatsApp: 8721838313
e-mail: krctimes@gmail.com

নলেজ রিসোর্স সেন্টার ফাউন্ডেশন
KNOWLEDGE RESOURCE CENTRE FOUNDATION

যোগাযোগ করুন
+91-8721838313

www.krctimes.com/bangla

https://bit.ly/whykrctimes

KRC TIMES
STAY ENRICHED

GROW YOUR BRAND WITH US!



KRC TIMES

Our media platform can help elevate your brand's reach and build awareness to a niche market and cover the last miles that align with your business goals and purposes.



OUR PLATFORMS:

Website	YouTube	Social Media
Magazine	E-Copy	Events

For more information, please contact us at:

www.krctimes.com info@krcfoundation.org

DOWNLOAD ADVERTISEMENT RATE CARD
https://bit.ly/krctimesratecard